বাংলাদেশ দূতাবাস
আংকারা, তুরস্ক

তুরস্কে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি-আংকারা, ২১ নভেম্বর ২০২২ঃ উৎসবমূখর আবহে বাংলাদেশ দূতাবাস, আংকারা-তে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন করা হলো। আজ ২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে স্থানীয় আংকারাস্থ হিলটন এসএ হোটেলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণায়ের টেকনিক্যাল সার্ভিসেস জেনারেল ডাইরেক্টর মেজর জেনারেল হোসেইন ডোমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তার্কিশ সামরিক বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়াও, উক্ত অনুষ্ঠানে তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মিসেস শাহনাজ গাজী, তুরস্কে কর্মরত বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টাবৃন্দ, তুরস্ক সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, কূটনৈতিক কোরের সদস্যবৃন্দ, প্রতিরক্ষা শিল্পের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সদস্যগণ, বাংলাদেশ দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ও তুরস্কের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অতঃপর অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রাশেদ ইকবাল, এনডিসি, পিএসসি, জি তাঁর সূচনা বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপণ করতঃ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও, তিনি উক্ত দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করেন।

তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মিস শাহনাজ গাজী তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশ-তুরস্কের দ্বি-পাক্ষিক এবং সামরিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বাংলাদেশের গৌরবজ্জ্বল স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীন দেশের অভ্যুদয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অতুলনীয় অবদান বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর আওতায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। অতপরঃ তিনি বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং তুরস্কের সাথে বাংলাদেশের চলমান দ্বি-পাক্ষিক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি তুরস্ক ও বাংলাদেশ ভ্রাতৃপ্রতিম দু'দেশের সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিগত দশ বছরে বাংলাদেশের যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি তা উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি **মেজর জেনারেল হোসেইন ডোমান** তাঁর বক্তব্যে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন পূর্বক বাংলাদেশের সাথে তুরস্কের সামরিক সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করেন ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অগ্রযাত্রায় তুরস্কের সামরিক সহযোগিতা অব্যহত থাকার বিষয়টি ব্যক্ত করেন।

এরপর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয় এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ভূঁয়সী প্রশংসা করেন।